ই-জিপি (ই-টেন্ডারিং) সিস্টেমের বিভিন্ন তথ্যাবলী

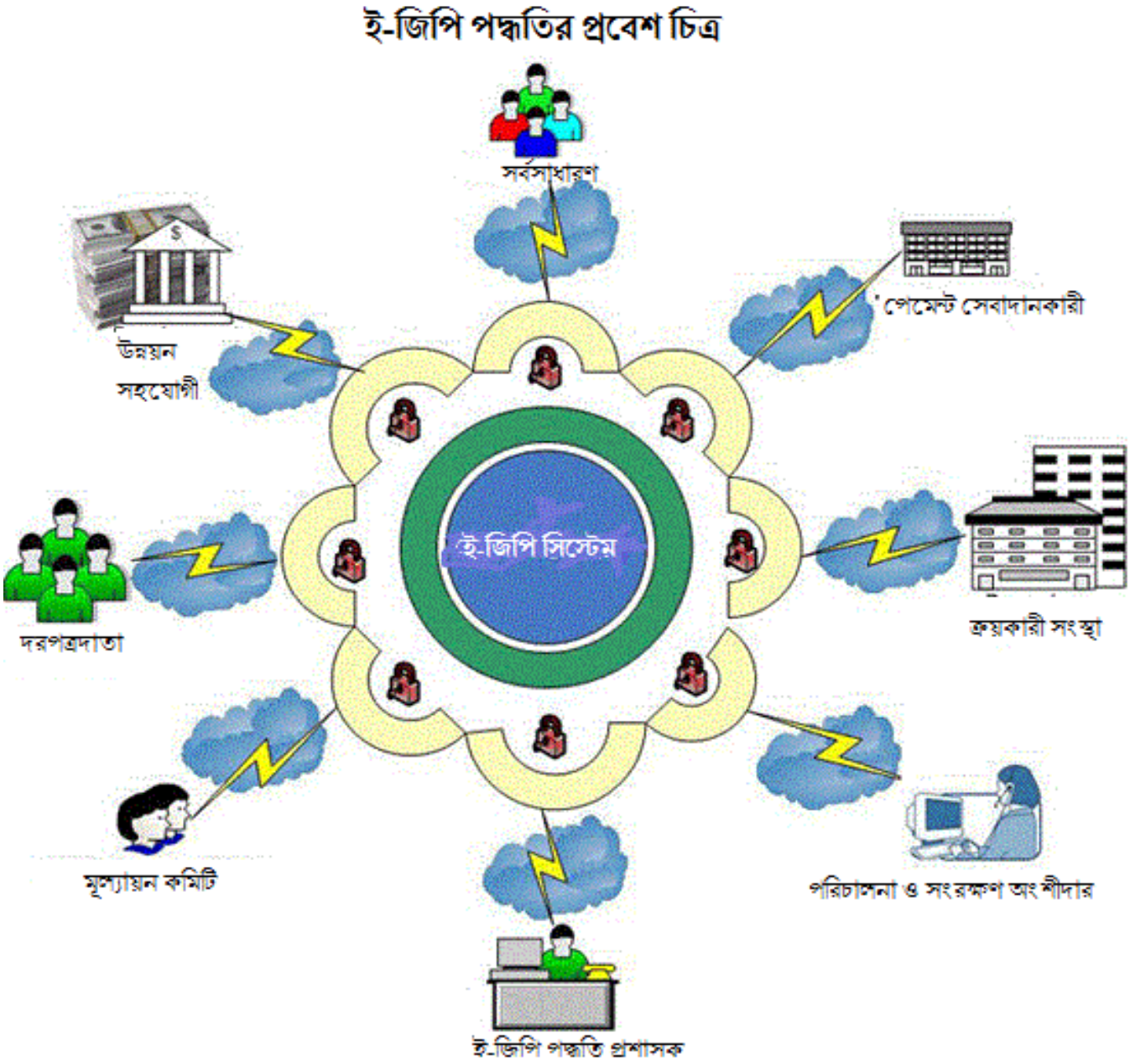

ই-জিপি (ই-টেন্ডারিং) সিস্টেমের অংশীদার বা অংশগ্রহণকারী কারা?

1. প্রাথমিকভাবে ই-জিপি সিস্টেমের ড্যাসবোর্ডের মাধ্যমে নিরাপদে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করবেন নিম্নোক্ত অংশীদার/অংশগ্রহণকারীগণঃ
2. দরদাতা/ঠিকাদার/আবেদনকারী/পরামর্শক;

3. ক্রয়কারী সংস্থা/ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান;
4. আর্থিক সেবা প্রদানকারী (তফসিলি ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদানকারী);
5. উন্নয়ন সহযোগী;
6. ই-জিপি সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর (সিপিটিইউ এবং ক্রয়কারী প্রশাসন) এবং নিরীক্ষক;
7. পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহযোগী;
8. বিভিন্ন কমিটি (উন্মুক্তকরণ/মূল্যায়ন কমিটি ইত্যাদি);
9. অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ;
10. সরকারী ক্রয় সম্পর্কিত তথ্যের জন্য জনসাধারণ;
11. আপডেট, ঘোষণা সংবাদ, ইত্যাদির জন্য গণমাধ্যমসমূহ;

কিভাবে ই-টেন্ডারিং এ অংশগ্রহণ করা যাবে?

নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে ই-জিপি সিস্টেমে প্রকাশিত ই-দরপত্রে অংশগ্রহণ করা যাবে। দরপত্রদাতা/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পরামর্শক/সরকারী মালিকানাধীন এন্টারপ্রাইজসমূহ নিবন্ধন প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পূর্ণ করার পরই একজন দরদাতা হিসেবে ই-জিপি সিস্টেমের ড্যাসবোর্ডে প্রবেশ করতে পারবেন এবং ই-জিপি সিস্টেম ব্যবহার করে ই-দরপত্রে অংশগ্রহণ করবেন। ক্রয়কারী (পিই) কর্তৃক 'দরপত্র ফি' মনোনীত সদস্য ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

ই-জিপি'তে (ই-টেন্ডারিং) নিবন্ধনের জন্য কোন্ কোন্ ডকুমেন্ট প্রয়োজন ?

ই-জিপি সিস্টেমের মুল পাতা থেকে নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হবে। নিবন্ধনের জন্য দরপত্রদাতা/পরামর্শক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাবলী এবং ডকুমেন্ট সিপিটিইউ থেকে প্রাথমিক যাচাইয়ের পর নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ই-জিপি সিস্টেমের সম্ভাব্য ব্যবহারকারীগণকে ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত পেমেণ্ট স্লিপসহ সকল প্রয়োজনীয় দলিলাদি স্কেন করে আপলোড করতে হবে। এছাড়া, ব্যবহারকারীগণকে ই-জিপি সিস্টেম ব্যবহারের সকল শর্তাবলী মেনে নিতে হবে ও ই-জিপি সিস্টেমের গোপনীয়তা ও ডিস্ক্লেইমার নীতি সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে।

আবশ্যিক কাগজপত্র, যা ই-জিপি সিস্টেমে আপলোড করতে হবে, তা হলোঃ

ক (১) - দেশীয় দরপত্রদাতা/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেঃ

স্ক্যান/পিডিএফ কপিঃ

- কোম্পানি ইনকর্পোরেশন সনদ (কোম্পানির ক্ষেত্রে) অথবা কোম্পানি নিবন্ধনের কাগজপত্র;
- ট্রেড লাইসেন্স;
- বৈধ কর দাতা সনাক্তকরণ নম্বরের (TIN) সনদ;
- মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত (VAT) সনদ;
- ফার্ম/কোম্পানি এড্মিন্-এর জন্য কোম্পানি/ফার্মের মালিক থেকে অনুমতি পত্র (অথরাইজড লেটার);
- অথরাইজড্ এড্মিন্-এর জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট (পাসপোর্টের প্রথম ২ পৃষ্ঠা);
- ই-জিপি নিবন্ধন ফি জমার রশিদ;
- অথরাইজড এড্মিন্-এর এক (১) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

ক (২)। আন্তর্জাতিক দরপত্রদাতা/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেঃ

স্ক্যান/পিডিএফ কপিঃ

- কোম্পানি ইনকর্পোরেশন সনদ (কোম্পানির ক্ষেত্রে) অথবা কোম্পানি নিবন্ধনের কাগজপত্র;
- ট্রেড লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- বৈধ করদাতা সনাক্তকরণ সংক্রান্ত (TIN) সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- মুল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত (VAT) অথবা Goods and Service Tax (GST) নিবন্ধন সনদ;
- ফার্ম/কোম্পানি এড্মিন্-এর জন্য ফার্ম/কোম্পানির মালিকের নিকট থেকে অনুমতি পত্র (অথরাইজড লেটার);
- অথরাইজড্ এড্মিন্-এর জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট (পাসপোর্টের প্রথম ২ পৃষ্ঠা);
- ই-জিপি নিবন্ধন ফি জমার রশিদ;
- অথরাইজড্ এড্মিন্-এর এক (১) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

খ । সরকারী মালিকানাধীন (জাতীয়) এন্টারপ্রাইজের ক্ষেত্রেঃ

- স্ক্যান/পিডিএফ কপিঃ

- সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রমাণের জন্য সরকারী আদেশ;
- অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কিত সনদ;
- অথরাইজড্ এড্মিন্-এর জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট (পাসপোর্টের প্রথম ২ পৃষ্ঠা);
- অথরাইজড্ এড্মিন্-এর এক (১) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি;
- অথরাইজড্ এড্মিন্-এর জন্য অনুমতি পত্র (Letter of Authorization);
- ই-জিপি নিবন্ধন ফি জমার রশিদ।

গ(১)। ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক (জাতীয়:(

স্ক্যান/পিডিএফ কপিঃ

- জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি অথবা পাসপোর্ট (পাসপোর্টের প্রথম ২ পৃষ্ঠা);
- ই-জিপি নিবন্ধন ফি জমার রশিদ;
- এক (১) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

গ(২)। ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক (আন্তর্জাতিক:(

স্ক্যান/পিডিএফ কপিঃ

- জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট (পাসপোর্টের প্রথম ২ পৃষ্ঠা);
- ই-জিপি নিবন্ধন ফি জমার রশিদ;
- এক (১) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

ঘ। গণমাধ্যম (জাতীয়)

স্ক্যান/পিডিএফ কপিঃ

- গণমাধ্যম কোম্পানি/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র;
- জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি অথবা পাসপোর্ট (পাসপোর্টের প্রথম ২ পৃষ্ঠা);
- এক (১) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

ঙ। গণমাধ্যম (আন্তর্জাতিক):

স্ক্যান/পিডিএফ কপিঃ

- গণমাধ্যম কোম্পানি/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র;
- জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি অথবা পাসপোর্ট (পাসপোর্টের প্রথম ২ পৃষ্ঠা);
- এক (১) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

নিবন্ধনের জন্য কি কোন ফি দিতে হয়?

সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সিপিটিইউ/আইএমই বিভাগ ব্যবহারকারীর নিবন্ধন ফি সহ যে কোন ধরণের ফি আরোপ বা মওকুফ করতে পারবে। বর্তমানে দেশীয় দরপত্রদাতা/পরামর্শকদের জন্য নিবন্ধন ফি হিসেবে বার্ষিক ৫,০০০/- টাকা এবং নিবন্ধন নবায়নের জন্য ২,০০০/- টাকা ফি ধার্য করা হয়েছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক ব্যবহারকারীদের নিবন্ধনের জন্য ১০০ মার্কিন ডলার এবং বার্ষিক নবায়ন ফি হিসেবে ৩০ মার্কিন ডলার ধার্য করা হয়েছে। ই-জিপি সিস্টেমে লেনদেন, নির্দিষ্ট সময়ান্তে নবায়ন, অতিরিক্ত ধারণ ক্ষমতা সৃষ্টি, ই-জিপি সিস্টেমের নির্দিষ্ট ফিচার/মডিউল ব্যবহার, চালু রাখা, সংশোধন কিংবা পরিচালনার জন্য সিপিটিইউ/আইএমই বিভাগ অতিরিক্ত ফি ধার্য্য করতে পারবে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সিপিটিইউ/আইএমইডি, ই-জিপি সিস্টেম ব্যবহার এবং ভবিষ্যতে তা সচল এবং কর্মক্ষম রাখার জন্য উপযুক্ত ফি ধার্য্য বা মওকুফ করতে পারবে।

ই-জিপি (ই-টেন্ডারিং) সিস্টেমে আর্থিক লেনদেন কিভাবে সম্পাদিত হবে?

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত তফসিলি ব্যাংক সমূহ/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইজিপি সিস্টেমের ফি গ্রহণের জন্য অনুমতি পাবে এবং ই-জিপি সিস্টেমে আর্থিক লেনদেন সম্পূর্ণ করতে পারবে। তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং অন্যান্য আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব সার্বক্ষণিক ও নিরাপদ ড্যাসবোর্ডের মাধ্যমে ই-জিপি সিস্টেমে নিরাপদ প্রবেশাধিকার পাবে এবং লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবে।

ই-জিপি (ই-টেন্ডারিং) সিস্টেমের মাধ্যমে প্রেরিত দরপত্র কি নিরাপদ?

ই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে দরদাতাদের প্রেরিত দরপত্র ই-জিপি ডাটাবেইজে ইনক্রিপটেড ফরমেটে (নিরাপত্তা মোড়কে আবৃত অবস্থায়) থাকবে। দরপত্র জমাদানের শেষ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরই কেবল দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি ডাটাবেইজে নিরাপদে রক্ষিত অবস্থায় থাকা এসব দরপত্রে প্রবেশ করতে পারবে এবং দরপত্র দাতাদের সম্পর্কে জানতে পারবে। দরপত্র উন্মুক্তকরণের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির সদস্য/ক্রয়কারী সংস্থা/ই-জিপি প্রশাসক বা দরদাতা নিজে বা অন্যান্য ব্যবহারকারী/অংশগ্রহণকারীগণ দরদাতার পরিচয় বা জমাকৃত দরপত্রের ভিতরে কি আছে তা কোন ভাবেই তা জানতে পারবেন না।

ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধন নবায়ন ফি কিভাবে জমা দেয়া যাবে?

নগদ/পে-অর্ডার/একাউন্ট থেকে একাউন্টের মাধ্যমে কিংবা, দরদাতা ব্যাংকে গিয়ে ফি প্রদান করতে পারবেন। ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেনের পর ব্যাংক ই-জিপি সিস্টেমে তা হালনাগাদ করবেন। সরকার কর্তৃক প্রথম নিবন্ধনের জন্য ৫০০০/- টাকা ও নবায়নের জন্য ২০০০/- টাকা ফি ধার্য্য করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহ তাদের নিয়মানুযায়ী দরপত্র দাতাদের কাছ থেকে সার্ভিস ফি গ্রহণ করতে পারবে।

কিভাবে দরপত্র জামানত ও কার্য সম্পাদন জামানত প্রদান করতে হবে?

ইজিপি পেমেন্ট নেটওয়ার্কের ব্যাংকের মাধ্যমে নগদ/ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডার/ব্যাংক এডভাইস বা ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে দরদাতার দরপত্র জামানত এবং কার্য্য সম্পাদন তৈরী করবে। পরবর্তীতে ব্যাংক ই-জিপি সিস্টেমে আর্থিক লেনদেন হালনাগাদ করবে।

দরপত্র দলিল ক্রয়ের জন্য ফি প্রদানের পদ্ধতি কি?

ক্রয়কারী কর্তৃক ই-জিপি সিস্টেমে আপলোডকৃত দরপত্র দলিল (টেন্ডার ডকুমেন্ট) ডাউনলোড করতে পারবেন। তবে ডাউনলোড করার পূর্বে দরদাতাকে অবশ্যই ক্রয়কারী সংস্থা কর্তৃক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ধার্য্যকৃত ফি ই-জিপি সদস্য ব্যাংক সমূহের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। দরদাতার প্রদানকৃত ফি, ব্যাংক কর্তৃক ই-জিপি সিস্টেমে হালনাগাদ করার পরই কেবল দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্র দলিল ডাউনলোড করার জন্য সংশ্লিষ্ট লিংক সক্রিয়

হবে। অর্থাৎ দরপত্র দলিল ডাউনলোড করা যাবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল ক্রয় কার্যক্রম ০১-০৩-২০১৬ তারিখ থেকে ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার নোটিস প্রদান করা হয়েছে-